গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৪ শাখা

সভাপতি	মোঃ এহছানে এলাহী সচিব
সভার তারিখ	২৭ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ
সভার সময়	রবিবার বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, বিল্ডিং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়) এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম (জুম)।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভার শুরুতে সভাপতি শোকের মাস আগস্টে ১৯৭৫ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি সভায় এবং জুম প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সচিব মহোদয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের একসাথে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, আর সে সূত্রে এডিপি রিভিউ সভাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাকে সভার এজেন্ডাভিত্তিক উপস্থাপনের জন্য বলেন।

সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, জনাব মাগফুরুল হাসান আব্বাসী সভায় জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের এডিপি-তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৪টি চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে মোট ১২৩৭৯.০০ লক্ষ (জিওবি ১২৩৭৯.০০) টাকা এডিপি বরাদ্দ রয়েছে। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৯.৭৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০.২৪%। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরূপ আলোচনা হয়।

০২. প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

২.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-০১) জনাব মো: আল মাসুদ করিম সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি-তে ২৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি ৬৬.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৮.৮৯ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭.০১%। প্রকল্পটির জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২৪৬৯৬.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৬% (অত্র প্রকল্পের কোন ভৌত অংশ নেই)। সভায় প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন (অতিরক্ত সচিব) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ডিসেম্বর/ ২০২৩ প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় অন্যান্য কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। তবে, বিগত অর্থবছরে প্রকল্পটি "বি" ক্যাটাগরি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় ১৫% অর্থ সংরক্ষিত হয় বিধায় প্রকল্পটির চুক্তিবদ্ধ এনজিওদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ ও শিশু প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি ও সীড মানি বাবদ ১৩ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে যা প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ৩১ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশন থেকে চাওয়া হয়েছে যা দ্রুত পাওয়া যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। প্রকল্পটির অডিট আপত্তির জবাব যথাযথভাবে প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে উপসচিব পরিকল্পনা ০১-শাখা জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে অডিট জবাবের সংশ্লিষ্ট তথ্য যথাযথভাবে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি, ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি গাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯৭,৭৭০/= টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যার অনুমোদন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে যথাযথ যৌক্তিকতা সংযোজন করা হয়নি। তাছাড়া, চলমান বছরে প্রকল্পের কোন পিআইসি সভা আহবান করা হয়নি। যৌক্তিকতা সংযোজন এবং সঠিক সময়ে সভা আহবান ও অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব

(উন্নয়ন) জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ডাটাবেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

২.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. সীড মানি বকেয়া টাকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
খ. পিআইসি, পিএসসি সহ অন্যান্য সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে;
গ. প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
ঘ. গাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প।

৩.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:

সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ (অতিরিক্ত সচিব) জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুলাই ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত ৪৯৯.৪০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ০.০৮%। প্রকল্পটির জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪৬৯.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, পাবনা ও যশোর জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে, কিন্তু জমির মালিকদের এখনো এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা যায়নি। তিনি আরো জানান যে, ইতোমধ্যে ৩টি জেলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ০২ আগষ্ট, ২০২৩ তারিখে রংপুর স্থাপিত ভবনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ফরিদপুর এবং মৌলভীবাজার জেলায় স্থাপনা উদ্বোধন ও হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

অতঃপর প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সিরাজগঞ্জ জেলায় সয়েল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু চিহ্নিত জমির মালিকানা নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিটিকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তি ২০১৮ সালে একটি বাটোয়ারা মামলা দায়ের করে, অদ্যাবধি যে মামলা চলমান রয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রম অধিদপ্তরের নামে জায়গাটির মালিকানা, নামজারি, দখল এবং হালনাগাদ দাখিলা রয়েছে। মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু কতিপয় ব্যক্তির উক্ত জমির মালিকানা দাবীটি দালিলিকভাবে দুর্বল এবং চলমান মামলায় তাদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেই; পাশাপাশি জমির দলিল ও দখল সরকারের পক্ষে রয়েছে; পাশাপাশি জমিটি শ্রম অধিদপ্তরের নিকটবর্তী হওয়ায় স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা যেতে পারে। উক্ত জেলায় ভবন নির্মাণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

প্রকল্পের অনুকূলে একজন সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ তরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। একই সাথে প্রকল্পটির অনুকূলে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম তরান্বিত করার বিষয়ে আলোকপাত প্রদান করা হয়।

৩.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের অবশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে;
খ. সিরাজগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক স্থাপনা নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
গ. প্রকল্পটির অনুকূলে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

৪.১ বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি মে, ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি-তে ২২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা ছাড় এবং ৭.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ০.৩৩%। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ বুলবুল আহমেদ, যুগ্ম মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের সফটওয়ার ডিজাইন জমা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির সার্ভার ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য চাহিত স্পেসিফিকেশনে অমিল রয়েছে। সার্ভার ক্রয়ের বিষয়ে ১৩ জেলা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ (অতিরিক্ত সচিব) জানান যে, সার্ভারের মূল ডাটা BCC তে সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রকল্পটি আগামী ০২ বছরে সমাপ্ত হবে বিধায় সার্ভার ক্রয়ের প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেয়া দরকার। এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), এবং মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (অঃ দাঃ) জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ বলেন যে, প্রকল্পটি নির্ধারিত সময় সীমার বাহিরেও মাস্টার ডেটাবেজ সফটওয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তাই সার্ভার ক্রয়ের বিষয়টি পুংখানপুঙ্খ ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে।

৪.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
খ. প্রকল্পটির জন্য সর্ভার ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
গ. সভা/সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সঠিকভাবে আয়োজন সহ প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রাখতে হবে।
বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রকল্প।

৫.১ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প:
প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ সভায় জানান যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৫০১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই পর্যন্ত ১২৫২.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় এবং ০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ০.০০%। প্রকল্পটির জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৪.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী জনাব ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্ম মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং প্রতিনিধি, সেনা কল্যাণ সংস্থা অবহিত করেন যে, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর লিফট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে, কিন্তু অডিটরিয়ামের কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে।

সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি এক বছর সময় বৃদ্ধির পর গত জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভায় তা সৌভাগ্যক্রমে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। গত মে ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় এ প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ সমাপ্ত করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হবে মর্মে আশা ব্যক্ত করা হয় ।এ পর্যায়ে এসে সেপ্টেম্বর এ সমাপ্ত না করে অক্টোবর ২০২৩ এ সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি যা মন্ত্রণালয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ । সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন যে, অক্টোবর ২০২৩ এর ১ম সপ্তাহে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং অক্টোবর ২০২৩ এর ২য় সপ্তাহে প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রকল্পটির চাহিত ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা যথাযথ ফরম্যাট এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি যা তিনি দ্রুত প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

৫.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:
ক. অক্টোবর ২০২৩ এর ১ম সপ্তাহে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং অক্টোবর ২০২৩ এর ২য় সপ্তাহে প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে; এবং

খ. ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা যথাযথ ফরমেট এ দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যান সংস্থা (ডিপিএম সেল)।

৬.১ ২০২৩-২৪ অর্থ এডিপি তে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত/অনুনমোদিত প্রকল্প।

ক্রম:	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১.	শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬।	২৫০০০০.০০	প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি'র কাজ ৩০ জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করণের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পটির ডিপিপি চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নঃ প্রকল্প পরিচালক, শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি বিষয়ক প্রকল্প।
২.	টংগী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের পুর্ননির্মাণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬।	৭০৩৭.৮৪	প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে বিগত জুন মাসে প্রজেক্ট মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হলে অদ্যবধি ডিপিপি চূড়ান্ত হয়নি। প্রয়োজনে প্রকল্পটির অনুকূলে আউটসোর্সিং এর মধ্যে কাজ তরান্বিত করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পটির পুর্নগঠিত ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে আউটসোর্সিং করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।
৩.	আধুনিক সুবিধায় খুলনা ও বরিশালে ০২ টি বহুতল শ্রমভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	১৪৫২২.৯৪	প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্রুত প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পটির ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।
৪.	ন্যাশনাল লেবার হাসপাতালসহ তেঁজগাও শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	৩০০০০.০০	প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্রুত প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পটির ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।
৫	শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে দক্ষ শিল্প শ্রমিকে রুপান্তর শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	৪৯৯৯.০০	প্রকল্পটির মোট ৮০% জিওবি ও ২০% ইউসেফ কর্তৃক অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি তে অর্থ বরাদ্দের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিদ্ধান্ত: কার্যক্রমেকে তরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।
৬	মুনশী আরফান আলী-ইউসেপ শ্রম ও কর্মসংস্থান ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	৪৯৯৬.৫৭	বিগত ২৪/০৮/২০২৩ তারিখ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে আন্ত:মন্ত্রণালয়ে প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগ প্রদান করতে হবে। সিদ্ধান্তঃ কার্যক্রম দ্রুত তরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।

৬.১.২ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বৈদেশিক অর্থায়নে সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প:

ক্রম:	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ শ্রম পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।	১৩০৫.০০	প্রকল্পটি ডেনিস সকারের মাধমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। টিএপিপি বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন সভায় বিবেচনার জন্য বিগত ২০/০৬/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির টিএপিপি অনুমোদিত হয়নি। টিএপিপি সংশোধনপূর্বক প্রেরণের জন্য আলোকপাত করা হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে টিএপিপি সংশোধন করে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।
২.	বাংলাদেশ ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।	৪৩৭৮.৬০	পরিকল্পনা কমিশনে বিগত ২৩/০৮/২০২৩ তারিখে SPEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ SPEC সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুত টিএপিপি পুনর্গঠিত করে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৩.	বাংলাদেশে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত সুরক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রকল্প; মার্চ ২০২৩ হতে জুন ২০২৪।	১৪০৯.৫৫	প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ এর এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিদ্ধান্তঃ যথাযথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে; একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মমসং স্থান মন্ত্রণালয় এবং আইএলও।
৪.	বাংলাদেশে শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশে শ্রম ব্যবস্থার সংস্কার সাধন শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুলাই ২০২৭।	২০০০০.০০	Letter of Intent স্বাক্ষরিত হয়েছে। খসড়া ডিপিপি পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্তঃ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫.	তৈরি পোশক খাতকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পাইলটিং শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬।	১০০০০.০০	উন্নয়ন সহযোগী নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। Asian Development Bank ও জাপান সরকারের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করা হয়েছে; অদ্যাবধি আপডেট তথ্য পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্তঃ দ্রুত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৬.	গৃহকর্মী সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও এ্যাডভোকেসি শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬।	৪০০০.০০	উন্নয়ন সহযোগী নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। Asian Development Bank ও জাপান সরকারের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করা হয়েছে অদ্যবধি আপডেট তথ্য পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্তঃ যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৭.১. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রেরণ বিষয়ক আলোচনাঃ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প এবং শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প দুটি বিগত জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি প্রকল্প দুটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন , পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন। পাশাপাশি, প্রকল্প দুটির ডিপিপি/ টিএপিপি এর এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অস্থাবর সম্পদ (মূলধন) জমা প্রদানের জন্য প্রকল্প দুটিকে পত্র প্রদান করা হয়েছে, সেটিও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা অনুরোধ করেন।

শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নারায়নগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প, ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প দুটি অনেক আগে সমাপ্ত হলেও অদ্যাবধি পিসিআর পাওয়া যায়নি, যা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মর্মে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয় মত প্রকাশ করেন এবং দ্রুত পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানান।

৭.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নারায়নগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প, ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।
খ. তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প এবং শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প দুটির পিসিআর অতি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।
গ. এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অস্থাবর সম্পদ (মূলধন) ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

১০. রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম:

সভায় রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা করা হয় এবং প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চান। মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর জানান যে, বিগত বছরে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে করা যায়নি, এ বছর যেটি সঠিকভাবে করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

১০.১.সিদ্ধান্তঃ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
১০.১.২. বাস্তবায়নঃ শ্রম অধিদপ্তর।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব